R. N No. 2582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১১ সাল।
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জে ২৪তম বইমেলা হওয়ায় জেলার গাত্রদাহ কেন ?

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় : মুর্শিদাবাদ জেলা ২৪তম বইমেলার আসর বসছে এবার রঘুনাথগঞ্জ শহরের ম্যাকেঞ্জি পার্কে ১৬ ফেব্রুয়ারী—চলবে ২২ পর্যন্ত। এ নিয়ে বহরমপুরকেন্দ্রিক কিছু রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর চরম বিরোধীতা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। কারণ জেলার ব্যবসায়ীরা এ'কদিন নাকি দু' পয়সা করতে পারবেন না। জেলা সভাধিপতি সিদ্দিকা বেগমের নেতৃত্বে পালটা বইমেলার প্রেস কনফারেন্সও হয়ে গেল বহরমপুরে ১২ ফেব্রুয়ারী। ওখানকার 'ঝড়' পত্রিকায় জনৈক ব্যক্তির চিঠি জেলার সংস্কৃতি ও মননের স্তরকে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'জেলা বইমেলা রঘুনাথগঞ্জে হলে কমিটিতে আঞ্চলিকতাবাদ প্রাধান্য পাবে এবং জেলার বুদ্ধিজীবীরা বাদ পড়বেন' — মোটামোটি এটাই সারমর্ম। তাহলে তাঁর প্রতি প্রশ্ন রাখি "এতকাল বহরমপুর শহরে বইমেলা হওয়ার সময় এ প্রশ্ন তাঁর মনে এসেছিল কি ? তাছাড়া তিনি লিখেছেন, বহরমপুরের বাইরে বইমেলা হলে পাবলিশার্স'দের লোকসান হবে এবং জেলাবাসী এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। প্রগতিশীল মানুষের আঞ্চলিকতাবাদ বা সুবিধাবাদী মানসিকতা থাকে না। এই বইমেলা জেলা বইমেলা। জেলার যে কোন জায়গায় হতে পারে। এতে রাজনীতির মেরুকরণ বা রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে সংগঠনকে জেলার কোনায় কোনায় পৌঁছানোর যাঁরা স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের প্রতি অনুরোধ—চশমার কাঁচ পালটান, বস্তুর যথার্থ রূপ দেখুন, অবভাস দেখে সত্য বলবেন না।" বইমেলা বা বই পড়া সংস্কৃতির একটি দিক। এ নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। রাজনীতি ও সুবিধাভোগী মানসিকতার বাইরে রাখুন বইমেলাকে। না হলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আজ পি, এফ অফিস খুলে প্রণব মুখার্জীর বাহবা নেবার কোন কারণ নেই —অচিন্ত্য সিংহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিড়ি ওয়ার্কার্স এ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী দশ দফা দাবীর ভিত্তিতে রঘুনাথগঞ্জে রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হন, যার ৭০ শতাংশ মহিলা। এর মধ্যে জেলার বাইরে থেকে আসেন ৩০০ জন মত। ১২ ফেব্রুয়ারী ইউ টি ইউ সির অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারী সুনীল মুখার্জী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ঐ দিন প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন অচিন্ত্য সিংহ, রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর সাহা প্রমুখ। ১০ ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় নেতা অচিন্ত্য সিংহ সারা ভারতে বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৭৫ লক্ষ শ্রমিক, তার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার ৪ লক্ষ শ্রমিকের আগামী দিনের সংকটের কথা নানা তথ্য দিয়ে সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। আগামীতে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে বিদেশীরা এই শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করে সস্তায় শ্রম কিনে পরবর্ত্তীতে মেসিন দিয়ে উৎপাদন চালু করে সব শ্রমিককে বেকার করে দেবে বলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন অচিন্ত্যবাবু। বিদেশী পুঁজি রুখে একটা জোরালো আন্দোলনে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকে এগিয়ে আসতে বলেন তিনি। অচিন্ত্যবাবু জানান, এক হাজার বিড়ি বাঁধতে একজন শ্রমিকের আট ঘন্টা সময় লাগে। ৯১ সালে সুপ্রীম কোর্ট (শেষ পৃষ্ঠায়)

বি পি এল তালিকায় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের নামে রিক্সাভ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতে বি, পি, এল তালিকাভুক্ত গরীব মানুষদের করে খাওয়ার জন্য গ্রামীণ প্রকল্পে বেশ কিছু ভ্যান রিক্সা বিলি করেন অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান। পরবর্তীকালে জানা যায় অঞ্চলের জনৈক সদস্য মঙ্গল হালদার অবস্থাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছেলে সুকৃতিকে একটি ভ্যান রিক্সা দেওয়া হয়। পরে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে রঘুনাথগঞ্জ-২ বিডিও গত ৭ ফেব্রুয়ারী এক চিঠি করে সুকৃতি হালদারের কাছ থেকে ঐ রিক্সা ভ্যান নিয়ে নিতে বলেন। অঞ্চল কংগ্রেসের নেতা তাপস সিনহা ও রিয়াজুল সেখ এই স্বজন-পোষণের কথা আমাদের জানান।

ধুলিয়ানে বাংলাদেশ থেকে ডিজেল-পেট্রোল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরা পথে বাংলাদেশ থেকে আসা ডিজেল-পেট্রোল ধুলিয়ান বাজারকে ছেয়ে ফেলেছে। সরকার নির্ধারিত দামের বহু কমে এই সব দ্রব্য বিক্রী হচ্ছে। এর ফলে এখানকার পেট্রোল পাম্পগুলোতে নাকি তেল বিক্রী অনেক কমে গেছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে এখান থেকে গরুর সঙ্গে নীল কেরোসিন বাংলাদেশ পাচার চলছে। পুলিশ সব কিছু দেখেও নির্বিকার।

জঙ্গিপুরে পরিস্রুত জল ঠিকভাবে সরবরাহ হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহাবীরতলা থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের সরবরাহ করা পানীয় জলের গতি খুবই কমে গিয়েছে। এলাকার মানুষ ঠিকমত জল পাচ্ছেন না। অনেককে তাই বাধ্য হয়ে অন্য এলাকায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১১ সাল।

জেলা বইমেলা ২০০৫

বাঙালীর চতুর্দ্দশ পার্ব্বণ বইমেলা। পার্ব্বণের দেশ আমাদের দেশ। বারো মাসেই তাহার সমারোহ এবং বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি। বইমেলা তাহার সহিত আরো একটি উজ্জ্বল সংযোজন। মহানগরী হইতে জেলা স্তর এমন কি মহকুমা স্তর পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি আশা ও আকাঙ্ক্ষার শশাঙ্ক রেখাকে আরো উজ্জ্বল এবং দীপ্তমান করিয়া তুলিয়াছে। তথ্য প্রযুক্তির যুগে বই পড়া কমিয়া গিয়াছে, পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, বই বিক্রি তলানিতে নামিয়াছে—এই সব অভিযোগ-অনুযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে বইমেলার বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা। কলিকাতার বইমেলা এই বার ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিল।

বাঙালীর গর্ব এই বইমেলা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। তবে ইহা লইয়া আত্ম সন্তোষে ভুগিলে চলিবে না। বাংলা পৃথিবীর সপ্তম ভাষার মর্যাদা অর্জন করিয়াছে, পৃথিবীর প্রায় বাইশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরার মাতৃভাষা বাংলা। সম্ভবতঃ আন্দামানেও বাংলা ভাষায় কথা বলে পুনর্বাসিত বাঙালীরা।

এইবার মুর্শিদাবাদ জেলার বইমেলা হইতেছে জঙ্গিপুরের রঘুনাথগঞ্জ শহরের ম্যাকেঞ্জি ময়দানে। বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া বহরমপুর শহরে বইমেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল। এইবার তাহার বিকেন্দ্রীকরণ করায়, ভেনু হিসাবে জঙ্গিপুর নির্বাচিত হইয়াছে। জঙ্গিপুরের মানুষ একাধিক কারণে তাহার দাবি পেশ করিতেই পারে। জঙ্গিপুরের অতীত ঐতিহ্য, ইতিহাস, ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি—সব কিছুই উল্লেখ করিবার মত। জঙ্গিপুরের জন্মলগ্নের ইতিবৃত্ত সুপ্রাচীন—নামকরণে, বিষয়ে, বৈচিত্র্যে, ঘটনা প্রবাহে। ইতিহাস বলে—জঙ্গিপুরের বয়স ৪০০ বছরের মত। সম্ভবতঃ এখানের বইমেলার থিম নির্বাচিত হইয়াছে—জঙ্গিপুর ৪০০ বছর। এখানকার গিরিয়ার মাঠ (অধুনা নদী গর্ভে প্রায় বিলুপ্ত) ইতিহাসের জালিম সিংহের মাঠ বলিয়া ইতিখ্যাত। ষোড়শ শতকে সাধক

এবার বইমেলা ঃ জঙ্গিপুরে

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থমেলার প্রদীপ জেবলে তার আলোক শিখায় মহকুমার মনস্বী ব্যক্তিদের জীবন সাধনা তথা মহকুমার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক সমন্বয়, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে সাধারণ্যে আলোকিত করে তোলার অভিপ্রায়ে জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা ম্যাকেঞ্জি পার্ক চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে ১৯৬৩ সালে। তারপর

কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা বালিঘাটায় বসিয়া রচনা করিয়াছেন বৈষ্ণব পদাবলী। এই মহকুমা যাহাদের আবির্ভাবে এবং কর্মকৃতিত্বে স্মৃতিধন্য তাহারা হইলেন প্রত্যুৎপন্নমতি হাস্যরসিক দাদাঠাকুর, অগ্নিযুগের বিপ্লবী সাধক নলিনীকান্ত সরকার, শহীদ নলিনী বাগচি, চিত্রশিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কবিয়াল গুমানি দেওয়ান এবং আলকাপগানের ঝাঁকসু প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

জঙ্গিপুরের মানুষের নিকটে বইমেলা একটা নতুন ব্যাপার নহে। এখানে অতীতে, ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে ম্যাকেঞ্জি পার্ক চত্বরে গ্রন্থমেলা ও পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃতি মেলা। শোনা যায় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বিদেশের মাটিতে (স্টুর ব্রিজের মেলা সম্ভবতঃ) প্রথম বই-মেলার উদ্যোগ গৃহীত হইয়াছিল। ১৬৬২ সালে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট বই ও বই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। আমাদের দেশে কলিকাতায় মার্কাস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ১৯৬৩ সালে বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বইমেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এই সব ইতিবৃত্তের ইতিকথন লইয়া বিচার-বিতর্ক-মতভেদ-মতান্তর থাকিতে পারে। তাহা লইয়া গবেষকেরা চিন্তা ভাবনা বিচার বিশ্লেষণ করিবেন।

বই মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক, বাহক। বলা যাইতে পারে বই পাঠকের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ। বই পাঠের মাধ্যমে পাঠক তাহার শিকড়ের সন্ধান যেমন জানিতে পারে তেমনি যুগ যুগান্তরের মনীষীদের সুদূরপ্রসারী চিন্তার আলোকে অনাগত দিনের আপন পথরেখার সন্ধান করিতে পারে। জঙ্গিপুরে অনুষ্ঠেয় জেলা বইমেলা সব দিক দিয়া সুন্দর, নান্দনিক, রুচিপূর্ণ পরিবেশ-পরিমন্ডল সৃষ্টি করিয়া সার্থক ও সফল হইয়া উঠুক তাহা আমরা কামনা করি।

সরকারী উদ্যোগে এখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেলা বইমেলা ২০০৫ সালে। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান থাকলেও এই মহতী প্রয়াস স্বাগত।

মুর্শিদাবাদ জেলার পুরনো শহর জঙ্গিপুর—ভাগীরথী দিয়ে বিভাজিত এপার-ওপার। যদিও এখন এই দুই শহর ভাগীরথী সেতুর বন্ধনে আবদ্ধ। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা গঙ্গার বদ্বীপের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত জেলার প্রাচীনতম স্থান। (সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।) পূর্বে জঙ্গিপুর মহকুমার মহকুমা শহর ছিল অরঙ্গাবাদ। ১৮৭৭ সালে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর এসলি ইডেনের আমলে রঘুনাথগঞ্জ শহরে স্থানান্তরিত হয়। কোম্পানীর আমলে জঙ্গিপুর ছিল শিল্প কুঠি—নীল কুটি, সিল্কের কুঠি।

ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, লোকায়ত সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এই মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে। বৈষ্ণব-তান্ত্রিক-সুফী সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি। পাল-বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস বিজড়িত অনেক স্মৃতি চিহ্ন এই মহকুমায় রয়েছে—বিশেষ করে সাগরদীঘিতে। 'পাল যুগের হিন্দু সভ্যতা, মুসলমান যুগের মুসলিম সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহ্যের পটভূমিকায় এই মহকুমা বিশেষভাবে চিহ্নিত থাকলেও সে চিহ্ন আজ বর্ত্তমানের অনৈতিহাসিক ধূলি ধূসরতায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। (উমানাথ সিংহ/গঙ্গা ভাগীরথীর দেশে)। গিরিয়ার মাঠের ঐতিহাসিক চিহ্ন এখন ধূসর এবং অবলুপ্ত। লোকমুখে তার কিংবদন্তী—তার ইতিহাস এখন ধূসর পান্ডুলিপি। ক্ষত বিক্ষত দেহের বাদশাহী সড়ক এখন সে সময়কালের সাক্ষী। সড়কের পাশে জলাশয় বা দীঘি—মহেশাইল দীঘি ও শেখের দীঘি আজ ইতিহাস। শোনা যায় সাগরদীঘি খুঁড়িয়েছিলেন রাজা মহীপাল আর সেখেরদীঘি খনিত হয় সৈয়দ হোসেন শাহের সময়ে। এই মহকুমায় ছড়িয়ে আছে মঠ, মন্দির, মসজিদের পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্যের নিদর্শন—কোথাও কোথাও আছে টেরাকোটার কাজ।

ব্রিটিশ আমলে দেশ জননীর শৃঙ্খল-মোচনে জঙ্গিপুর মহকুমার ভূমিকা অম্লান ছিল না। এই মহকুমার জগতাইবাসী নলিনীকান্ত সরকার এবং কাঞ্চনতলার শহীদ নলিনী বাগচী ছিলেন বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত এবং অনুশীলন সমিতির সদস্য। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন আরো অনেকে।

(৩য় পৃষ্ঠায়)

লাইব্রেরীর সার্থকতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আজকাল এমন একটা জায়গা দেখা যায় না যেখানে দু' একটা লাইব্রেরী না আছে। লাইব্রেরীর উৎসাহী বালক ও যুবকদের বলতে শোনা যায় যে, লাইব্রেরী স্থাপন করলে নাকি দেশের শিক্ষা সমস্যার একটা সমাধান করা যায় এবং তাঁরা সেই সদুদ্দেশ্য নিয়েই এই শুভকার্য্যে নেমে যান। বাস্তবিক, প্রকৃত লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য যে তা'ই, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, তা'তে এমন সব বই ও পুঁথি রাখা হ'বে, যার দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকবে। বর্তমানে লাইব্রেরীর সঙ্গে যাঁদেরই সম্বন্ধ আছে, তাঁদের এটা পরিষ্কার জানা দরকার যে পাঠকদের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্য সকলের উপরেই লাইব্রেরীর সার্থকতা নির্ভর করে, কেবল অবসর বিনোদনের পাঠ্য সরবরাহের জন্যই লাইব্রেরী স্থাপন নয়। লাইব্রেরীর মহান উপকারিতা সম্বন্ধে একটা খুব উচ্চ ধারণা প্রত্যেক পাঠকেরই বিশেষভাবে থাকা দরকার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সাহায্য করাও লাইব্রেরীর একটি প্রধান কাজ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা লাইব্রেরীই হবে অধিকতর জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র।

আজকাল আমরা দেশের চারিদিকে যত লাইব্রেরী দেখতে পাই, তাতে যদি এই সব উদ্দেশ্য বাস্তবিক রক্ষিত হয়, তা'হলে ব'লতে হ'বে আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই? পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা লাইব্রেরী স্থাপন করি, আর মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করি যে, আমরা শিক্ষার উন্নতির সাহায্য করছি।

দেখ্‌তে পাচ্ছি, অলিতে গলিতে লাইব্রেরী স্থাপন করে আমরা উপন্যাস ও গল্পের বই-এর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করছি। আজকাল আর সেকাল নয় যে কষ্ট ক'রে নূতন বই এর পাতা কেটে নিতে হবে। তবু যদি দপ্তরীর অসাবধানতায় কোন মাসিক পত্রের পাতা কাটা না থাকে, তা হ'লে দেখা যায় যে সেগুলি ৫/৭ জনের পড়া হয়ে গেলেও গল্প উপন্যাসের পাতাগুলি ছাড়া অন্য পাতা কাটাই হয় না। তারপর চলছে আরও একটা ভয়ংকর জিনিস। আর্টের নাম ক'রে যে সব নাকারজনক গল্প ও উপন্যাস আজকাল বাজারে বা'র হচ্ছে, সেগুলো পড়লে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়। অথচ সেই সব হ'ল আজকালকার অনেকেরই পাঠ্য।

সকলেরই নিজে কিছু পয়সা খরচ ক'রে বই কিনবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু পড়বার সখ আছে। কাজেই মাসে দু'চার আনা খরচ করে লাইব্রেরীর সভ্য হয়ে তাঁরা এই সব বই পড়ছেন। তার ফল হচ্ছে এই যে, এই সব হালকা সাহিত্য ও রোমাঞ্চকর গল্প ও উপন্যাস পড়ার পর কোন গভীর বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা আমাদের ক্রমেই পল্লবগ্রাহী হয়ে পড়ছে। গভীর বিষয়ের গবেষণার সাহায্য করাই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ কথা আগেই বলেছি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে লাইব্রেরী থেকে আধুনিক কুরুচিসঙ্গত গল্পের বই ও উপন্যাস একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত।

দেশের বর্তমান দুর্দিনে যুবকদের অনেক কিছু করবার আছে, তার মধ্যে লাইব্রেরীর সংস্কারে প্রয়োজনও আছে।

(রচনাকাল ১৩৩৬ সাল)

এবার বইমেলা : জঙ্গিপুরে (২য় পৃষ্ঠার পর)

গুণিজনের সমাবেশ ঘটেছে এক সময় এই মহকুমায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বরাট ছিলেন তাঁরা। কিংবদন্তী পুরুষ হাস্যরসিক দাদাঠাকুর, বিপ্লবী সাধক নলিনীকান্ত সরকার, নিমতিতার বরেণ্য শিল্পী ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, জঙ্গিপুরের ইয়াকুব যন্ত্রী, ধনপতনগরের আলকাপ শিল্পী ধনঞ্জয় মণ্ডল, জিনদীঘির খ্যাতিমান কবিয়াল গুমানী দেওয়ান, হিলোড়ার চলচ্চিত্র জগতের কৃতি পরিচালক তপন সিংহ, ছোটকালিয়ার বৈষ্ণব কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রমুখ অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ষোড়শ শতকের সাধক কবি সৈয়দ মর্তুজার জন্মভূমি রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটা অঞ্চলে। ধুলিয়ান-কাঞ্চনতলায় একদা অনুষ্ঠিত ফুটবলকাপ প্রতিযোগিতা আজও কিংবদন্তী। তা নিয়ে নলিনীকান্ত সরকারের পদ্যে লিখিত 'কাঞ্চনতলার কাপ' সে কালের, স্থানীয় ভাষা বৈচিত্র্যের এবং সেখানের আবেগ মথিত জনচিত্তের দর্পণ।

মেলানুষ্ঠান সংস্কৃতির বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। আর তার সঙ্গে যুক্ত আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক। সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টিতেও মেলার অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তেমনি আছে জনসচেতনতা গড়ে তোলার। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় নানা রকমের মেলা চলে আসছে বহুকাল থেকে। চেহারায়, চরিত্রে আছে তাদের বৈচিত্র্য।

কিন্তু গ্রন্থমেলা তাদের থেকে কিছুটা আলাদা। মেলা হিসাবে একে না দেখে পার্বণ হিসাবে চিহ্নিত করা ভাল। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রস্তাব ছিল বইমেলা হোক গ্রন্থ পার্বণ। শীতের মরশুমে এই পার্বণের ছড়াছড়ি মহানগরী থেকে মহকুমা শহর অবধি। জ্ঞানী গুণী থেকে ব্রাত্যজনের উপস্থিতি এই পার্বণে। জঙ্গিপুরের মতো মফঃস্বল শহরে আজ হতে চারদশকের বেশী সময় আগে যাঁরা উৎসাহ উদ্যম নিয়ে, সাহচর্য ও পরিচর্যা দিয়ে তাঁদের গ্রন্থমেলার স্বপ্ন কোয়কের উন্মেষ এবং লালন করেছিলেন আজ তার ব্যাপ্তি বিশালতা নিয়ে শত পুষ্পে বিকাশ নিঃসন্দেহে গর্বের এবং গৌরবের।

স্মৃতির সরণিতে

মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

রঘুনাথগঞ্জে বইমেলা শুরু হচ্ছে। এর জন্যে স্মৃতিতে ভেসে উঠছে এখানে একদা অনুষ্ঠিত গ্রন্থমেলা। এস ডি ও অমল গুপ্ত ছিলেন এর হোতা। সঙ্গে পেয়েছিলেন বরুণ রায় প্রমুখ অনেককেই। ম্যাকেঞ্জি পার্কে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারী সহযোগিতা ছিল অকৃপণ। এই গ্রন্থমেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহকুমার গুণী কবিয়াল গুমানী দেওয়ান প্রমুখ এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছিলেন। এতদুপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাতে এই মহকুমার অনেক কৃতী ব্যক্তি, শহিদ, গায়ক, লোক-সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের কথা প্রকাশিত হয়। এখানকার রেশম, পশম ও কাংস্য শিল্পের কথা জানা যায়। মহকুমার বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির ও পূজা, মসজিদ, মেলা, নানাস্থানের বিস্মৃত ইতিহাসের কথা উক্ত স্মারক গ্রন্থের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। এখন যেমন অনেক কিছু রাজনীতিকেন্দ্রিক, তখন ততটা তেমন ছিল না। রাজনীতি ছিল, কিন্তু তা নাকারজনক ছিল না। এই গ্রন্থমেলার স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য অধ্যাপক মোহিত চট্টোপাধ্যায়, আশিস রায়, হরিলাল দাস, বর্তমান প্রতিবেদক, বরুণ রায় প্রভৃতি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন।

তাঁর উদ্দেশ্যে

যত হৈ চৈ বইমেলা, কত ধুমধাম
যাঁর নামে মঞ্চ হবে—কে সে গুণধাম?
সমাজকে মেরেছেন রসের চাবুক;
সে সমাজ সাজে আজ কেতাবি ভাবুক।
তাঁর মূর্তি বসে নাই এই কর্মস্থলে,
ব্রিজটাও তাঁর নামে হল না সে-কালে।
বইমেলা মঞ্চ হবে করে ঠিকেদারি,
মেলা শেষে খুঁটি বাঁশ লইব উপারি।
মূল কথা, বইমেলা—বই পড়া ভাই,
তাঁর বই পড়ে দাদাঠাকুরকে চেনা যায়।

—হরিলাল দাস

কোন কারণ নেই—অচিন্ত্য সিংহ (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাজার প্রতি বিড়ি বাঁধায়ের মূল্য ৭১-৩০ টাকা চালুর নির্দেশ দিলেও ঐ দর আজও শ্রমিকরা পান না। পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত ২১,২১৭ জনকে ওয়েলফেয়ার থেকে আইডেনটিটি কার্ড দেয়া হয়েছে। অথচ রাজ্য সরকারকে এর কোন লিষ্ট পাঠানো হয়নি। যার ফলে বহু প্রকৃত শ্রমিক কার্ড পাননি। পার্টির কর্মী, দালাল এই সুযোগে চড়া দামে কার্ড বিক্রী করছে। জঙ্গিপুরে পি, এফ অফিস খোলার জন্য '৯৪ সাল থেকে আমরা আন্দোলন করছি। আজ পি, এফ অফিস চালু করে প্রণব মুখার্জী বাহবা নিচ্ছেন—এটা ঠিক না।

ঠিকভাবে সরবরাহ হচ্ছে না (১ম পৃষ্ঠার পর)

যেতে হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে—এই এলাকায় যে ব্যাসের পাইপ বসান আছে তার তুলনায় সংযোগ বেশী, তাই জলের চাহিদাও বেশী। তার উপর পাইপের ভেতর পলি পড়ে সরবরাহের গতি কমিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া এই এলাকায় যে সমস্ত বাড়িতে জেনারেটর আছে তারা বেশী জলটা তুলে নিচ্ছে। এরপর আছে গাড়ি ধোয়া, গরুর গা ধোয়া, নানারকম কাচাকাচি, অলিখিত অনুমতিতে আইসক্রিম কারখানায় অবাধ সরবরাহ এবং নির্দিষ্ট পয়েন্টের বেশী পয়েন্ট নিজেরা করে নেয়া।

জেলার গাত্রদাহ কেন ? (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঋতুতে বসন্ত আসবে না। কোকিলের মূর্ছনা জাগবে না। পাঠকের চোখে ছাপার হরফ ঝাপসা হয়ে যাবে। কলমচি কলম বন্ধ করে দেবেন। এটাই কি আপনাদের লক্ষ্য ? দূরে বাস করে বইমেলা দেখতে আসার উদ্বেগ বা হুজ্জত কেমন লাগে ভাবুন। এতকাল আমরা যা করেছি। আপনাদের গাত্রদাহের কারণ কি ? আপনাদের অবগতির জন্য আরো জানাই—১৯৬৩ সালে প্রথম বইমেলা এই রঘুনাথগঞ্জ শহরেই হয়েছিল বরুণ রায়ের নেতৃত্বে। তখন মেলার সরকারী, বেসরকারীকরণ ছিল না। তাছাড়া এটিই বাংলার প্রথম বইমেলা। কারণ ১৯৭৬ সালে কলকাতা বইমেলা বা গিল্ডের মেলা। তাহলে এ শহরে ৪২ বছর পর বইমেলা হলে অসুবিধাটা কোথায় ? গাত্রদাহই বা কেন ? আর সব বইমেলার দোকানদারদের লাভ হবে এমন কথা নয়। ভাবনাটা তাঁদের, তাঁদেরই ভাবতে দিন। মুক্ত ভাবনাটা আপনার। অতএব সেটাই কাজে লাগান।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Office of the Child Development Project Officer

Raghunathganj-II I.C.D.S Project

Jangipur, Murshidabad

Memo No. 328/ICDS/Raghunathganj-II/Jangipur

Date 03. 02. 05

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from the bonafied Contractors for carring of food staff in different A. W. Centres and storing the same. Form & other particulars will be available from the office of the undersigned at any working day from 02-03-05 to 08-03-05. Last date of submission of Tender on 10-3-05 from 11-00 AM. to 2.00 PM. and the same will be opened on the same day.

Sd/-

Child Dev. Project Officer

Raghunathganj-II I.C.D.S. Project

Jangipur, Murshidabad

Memo No. 97 (2) Inf. M/Advt. date 11-2-05

জ্ঞানের রাজ্যে বই এনেছে
গণতন্ত্র। বইমেলায় তারই প্রকাশ।
বই জাগায় চেতনা—চেতনার বিকাশ।
বইমেলা গণচেতনা বৃদ্ধির সহায়ক।

রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত জেলা বইমেলার
সাফল্য কামনা করি।

জঙ্গিপুর পুরসভা

পক্ষে

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য (পুরপতি)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুক্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।